দৈনিক ইনকিলাব

176

তারিখ MAR 16 1999
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সফরশেষে বিশ্ব ব্যাংক কর্মকর্তা

সংস্কার, বেসরকারি খাতের অগ্রগতি ও দারিদ্র্য দূর করা উন্নয়নের মুখ্য বিষয়

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

সফররত বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধান অর্থনীতিবিদ প্রফেসর জোসেফ স্টিগলিজ দারিদ্র্য দূরীকরণ, সংস্কার ও বেসরকারি খাতের অগ্রগতিকে উন্নয়নের মুখ্য বিষয় করার তাগিদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, এসব লক্ষ্য অর্জনে গণমুখী প্রবৃদ্ধি কৌশল প্রয়োজন এবং এক্ষেত্রে সাফল্যের জন্য সরকার, রাজনৈতিক দল, সুশীল সমাজ ও বেসরকারি খাতকে একযোগে কাজ করতে হবে।

অর্থমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তিন দিনের বাংলাদেশ সফরশেষে গতকাল বিকেলে স্থানীয় একটি হোটেলে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট একথা বলেন।

সাংবাদিক সম্মেলনে অর্থমন্ত্রী শাহ এ এম এস কিবরিয়া, ইআরডি সচিব ডঃ মশিউর রহমান, বিশ্বব্যাংকের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফ্রেডরিক টেম্পল উপস্থিত ছিলেন।

জোসেফ স্টিগলিজ বলেন, বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, ক্ষুদ্র ঋণ ও খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে যথেষ্ট অগ্রগতি অর্জন করেছে। এছাড়া অন্যান্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র রয়েছে, যা গত বছরের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

সংস্কারকে উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির উন্নতি, আর্থিক বিধিমালা, জনপ্রশাসন সংস্কার ও বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বেশি জোর দেয়া উচিত। তিনি বেসরকারি খাত ও এনজিওভিত্তিক উন্নয়ন কৌশলের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এরাই এ কাজ ভালোভাবে করতে পারে বলে প্রমাণিত হয়েছে। তিনি টেলিযোগাযোগ ও বিদ্যুৎ খাতে সরকারি একচেটিয়াত্বের অবসান ঘটিয়ে প্রতিযোগিতার স্বার্থে এখাতের বিরাষ্ট্রীকরণের পরামর্শ দেন।

বিশ্বব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ দুর্নীতি ও এনজিও ঋণের উচ্চহার সুদ সম্পর্কিত বেশ কিছু প্রশ্নের জবাবে বলেন, এনজিওরা বাংলাদেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং তারা সঠিক পথেই রয়েছে। তাদের সুদের হার গ্রামাঞ্চলে সুদের কারবারিদের চাইতে অনেক কম। তাছাড়া এনজিওরা প্রদত্ত ঋণের তত্ত্বাবধানের ক্ষেত্রে কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। এজন্য তাদের ব্যয় বেশি বলে সুদও কিছুটা বেশি।

স্টিগলিজ ঋণ শোধের কালচার গড়ে তোলার তাগিদ দিয়ে বলেন, গ্রামীণ দরিদ্ররা ঋণ শোধ দিচ্ছে। অথচ শহরে এলিটরা ঋণখেলাপি।

অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদেরকে বলেন, জোসেফ স্টিগলিজ তার আমন্ত্রণে বাংলাদেশের উন্নয়ন দেখতে এসেছেন। অর্থমন্ত্রী বিশ্বব্যাংকের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ককে চমৎকার অভিহিত করে বলেন, এ বছর বিভিন্ন খাতে বিশ্ব ব্যাংকের ঋণের পরিমাণ শতাধিক কোটি ডলার।

এক প্রশ্নের পরিপ্রেক্ষিতে অর্থমন্ত্রী বলেন, এনজিওদের সাথে সরকারের কোন প্রতিযোগিতা নেই। বরং সরকারই গ্রামীণ ব্যাংকসহ এনজিওদের পৃষ্ঠপোষক। তিনি বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্টের বাংলাদেশ সফরকে সফল বলে অভিহিত করেন। স্টিগলিজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, অর্থমন্ত্রী, পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে তার আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তারা সকলেই সংস্কারের ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ।

দাতা সংস্থাগুলোর রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কিত সাম্প্রতিক উদ্বেগ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে বিশ্বব্যাংক ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, এ ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতায় দরিদ্ররাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং মানিকগঞ্জ সফরকালে গ্রামীণ দরিদ্ররা তাকে রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের অসন্তোষের কথা বলেছে।